তারিখ ০৪ SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

সুপ্রভাত

ঢাবি ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয়কে 'অনুগত দাস' না হওয়ার আহ্বান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

'বিশ্ববিদ্যালয় অনুগত দাস তৈরির কারখানা নয়' এই স্লোগানকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের ৩১তম সম্মেলন। বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. শফি উদ্দীন আহমেদ।

সংগঠনটির ঢাবি সংসদের সভাপতি লিটন নন্দী ও সাধারণ সম্পাদক তুহিন কান্তি দাসের পরিচালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সভাপতি হাসান তারেক, বর্তমান সভাপতি লাকী আক্তার, সহ-সভাপতি আবু তারেক সোহেল, সাধারণ সম্পাদক জিএম জিলানী শুভ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন সেন গুপ্ত প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অপরাজেয় বাংলা থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এতে সংগঠনটির বিশ্ববিদ্যালয় ও হল শাখার নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়। সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের দেয়ালে প্রতিবাদী চিত্রাংকন করা হয়। বুধবার বিকাল ৫টায় রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া ছিল সন্ত্রাসবিরোধী আলোচনা।

আজ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে টিএসসির শহীদ মুনীর চৌধুরী অডিটোরিয়ামে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাবি সংসদের সভাপতি লিটন নন্দী। কাউন্সিল অধিবেশন থেকে আগামী সেশনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। বক্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যে দর্শন সেটি থেকে অনেক আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচ্যুতি ঘটেছে। এখানে কোনো মানসম্মত শিক্ষা নেই। শিক্ষকরা রাজনীতিতে লিপ্ত। ছাত্ররা অনুগত দাস হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। প্রশাসনের স্বৈরতান্ত্রিকতা শিক্ষার্থীদের ঘারের ওপর চেপে বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। সম্মেলন থেকে ৫ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো হল— অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন দিতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তবুদ্ধি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ হওয়ার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোসমূহের বাণিজ্যিক ব্যাবহার ও সব ধরনের বাণিজ্যিক নাইট শিফট ডিগ্রি প্রদান বাতিল করতে হবে; হলগুলোতে সন্ত্রাস ও দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ দিতে হবে; শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করতে হবে; কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে এবং ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা কার্যকর করতে হবে।